

Vol. 5 | No. 1 | 1961

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংগ্রহ

Volume	5
Issue	1
Year	1961
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
Published online	June 15, 1961
DOI	10.62328/sp.v5i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v5i1.3
Pages	35-44
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংগ্রহ

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের মত বাংলা লোক সাহিত্যের অনুশীলনও যে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই খৃষ্টান ধর্ম-প্রচারক-দিগের বাংলা ভাষা শিক্ষা লাভ করিবার প্রয়োজনীয়তা হইতেই তাঁহাদের মধ্যেই ইহার সূত্রপাত, তারপর দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহারাই ইহার অনুশীলন করিবার পর ক্রমে এ দেশের শিক্ষিত সমাজেও এই বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ পায়। রেভারেণ্ড উইলিয়ম মর্টন বাংলার প্রাচীনতম প্রবাদ-সংগ্রহ প্রকাশিত করেন। ইহাতে বাংলা এবং সংস্কৃত উভয় ভাষার প্রবাদই গৃহীত হয়। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রবাদ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়, ইহাতে বাংলা প্রবাদের সংখ্যা ছিল ৮০৩ এবং সংস্কৃত প্রবাদের সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ ছিল। ইহার তিন বৎসর পর উইলিয়ম মর্টন 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অব্‌জার্ভার' (Calcutta Christian Observer) পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে আরও প্রায় দেড় শত বাংলা প্রবাদ প্রকাশিত করেন। উইলিয়ম মর্টনের এই উভয় সংগ্রহই পরবর্তী সকল প্রবাদ-সংগ্রহের ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত হইয়াছিল।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রেভাঃ জেমস্‌ লঙের প্রথম খণ্ড 'প্রবাদমালা' প্রকাশিত হয়। ইহাতে উইলিয়ম মর্টন সংগৃহীত বহু প্রবাদ স্থান পাইলেও কিছু কিছু নূতন সংগ্রহও ছিল। তারপর ক্রমে তিনি আরও দুইখণ্ড প্রবাদ-সংগ্রহ প্রকাশিত করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁহার সকল সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। রেভাঃ মর্টনের সংগ্রহ প্রাচীনতম হইলেও রেভাঃ লঙের সংগ্রহ বৃহত্তম। পর পর তিন খণ্ড সংগ্রহের মধ্য দিয়া রেভাঃ লঙ্‌ প্রায় সাত হাজার প্রবাদ সংগৃহীত করিয়া প্রকাশ করেন। বাংলার লোক-সাহিত্য সংগ্রহে ইহাই সর্ব প্রথম উল্লেখযোগ্য

সংকলন। কিন্তু এই সংকলনে সর্বত্রই যে বাংলা প্রবাদই গৃহীত হইয়াছে, তাহা নহে—অনেক ইংরেজি প্রবাদ বাংলায় সংকন করিয়া যেমন প্রকাশিত হইয়াছে, তেমনই সংস্কৃত প্রবাদ-বাক্যও সংকলিত হইয়াছে; তদুপরি সর্বত্রই যে ইহাতে কেবল মাত্র প্রবাদই সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নহে—ইহাদের একটি প্রধান অংশ ছড়া এবং বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ বা 'ইডিয়ম'। রেভাঃ লঙ্ ছড়া, প্রবাদ এবং বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশে কোন বিশেষ পার্থক্য অনুভব করিতে পারেন নাই। এমন কি, পরবর্তী কালের বাঙালী সম্পাদক কর্তৃক সংকলিত প্রবাদ সংগ্রহগুলি যে এই ত্রুটি হইতে মুক্ত, তাহা বলিবার উপায় নাই, কারণ আধুনিকতম বাংলা প্রবাদ সংগ্রাহকগণও প্রধানতঃ রেভাঃ লঙের আদর্শই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা লোকসাহিত্যের আর একটি বিশিষ্ট পরিচয় প্রথম প্রকাশ পায়, তাহা গীতিকা। সার জর্জ গ্রীয়ারসন এই বৎসর উত্তর বাংলার নিরক্ষর মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে এক গীতি-কাহিনী শুনিতে পাইয়া তাহা 'মানিকচন্দ্র, রাজার গান' নামে প্রকাশিত করেন। দেবনাগরী অক্ষরে ইহার মূল কাহিনীটি মুদ্রিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার একটি ইংরাজী অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেন। ইহার মধ্য দিয়া কেবলমাত্র যে ভাষাতত্ত্বগত কৌতূহলই নিবৃত্ত হইবার যোগ্য ছিল, তাহা নহে; ইহার সাহিত্যগত যে আবেদন ছিল, প্রধানতঃ তাহাতেই জনসাধারণের দৃষ্টি বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রতি সক্রিয় ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহা বাহ্যতঃ নাথ সম্প্রদায়ের বিষয় হইলেও ইহার সাহিত্যগুণের জন্যই নাথ ধর্ম লুপ্ত হইবার পরও মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা আত্মরক্ষা করিয়াছিল। ক্ষীণ ঐতিহাসিক ভিত্তি অবলম্বন করিয়া ইহার মধ্যে একটি সুদীর্ঘ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এবং এই সূত্রে নরনারী চরিত্রের বিচিত্র রহস্যলোকের দিকে ইহাতে অঙ্গুলিনির্দেশ করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে যে প্রবাদ সংগ্রহ-গুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের কোন সুস্পষ্ট সাহিত্যগুণ ছিল না; ব্যাকরণ রচনা এবং ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনে ইহারা সংকলিত হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' ইহা হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল, ইহার একটি সাহিত্যিক আবেদনও সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। সেইজন্য লোকসাহিত্য অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রবাদ সংগ্রহের নিষ্প্রাণ যে ধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ইহার ভিতর দিয়া প্রাণ সঞ্চারিত হইল। অল্পদিনের মধ্যেই পাশ্চাত্য প্রভাবিত বাঙালী মনীষাও এই দিকে আকর্ষণ অনুভব করিল, তাহার ফলে প্রথমেই রেভাঃ লালবিহারীদের

সুপ্রসিদ্ধ-রূপকথা সংগ্রহ Folk-tales of Bengal প্রকাশিত হইল। জর্জ গ্রীয়ারসন যেমন মূল বাংলার সঙ্গে তাহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, রেভাঃ লালবিহারী দে তাহা করিলেন না; তিনি বাংলা রূপকথা সংগ্রহের একটি ইংরাজি অনুবাদ মাত্রই প্রকাশিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার ইংরাজি অনুবাদের মধ্য দিয়া এমন একটি বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাহাতে বাংলা ভাষা ও বাঙালী জীবনের মাধুর্য বহুল পরিমাণে রক্ষা পাইয়াছে; সেইজন্য তাঁহার সংগ্রহ দ্বারা ভাষাতত্ত্বামোদীর কোন প্রয়োজন সিদ্ধ না হইলেও যাহারা সাহিত্যামোদী তাঁহাদের রস-পিপাসা অনেকখানি নিবৃত্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহার সংগ্রহ সেদিন ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হইবার জন্য একদিকে সেদিনকার বাংলা ভাষা-বিমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালী সমাজ যেমন ইহা পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্যের লোক-সাহিত্য-রসিক সমাজ বাঙালীর জীবনে এক অপূর্ব রসবস্তুর সন্ধান লাভ করিল। প্রকৃতপক্ষে রেভাঃ লালবিহারী দের উক্ত সংগ্রহ প্রকাশিত হইবার পূর্বে ভারতের অন্য কোন প্রদেশ হইতেই অনুরূপ কোন উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং তখন হইতেই পাশ্চাত্য গবেষকদিগের মধ্যেও লোক-সাহিত্য বিষয়ক কোন আন্তর্জাতিক আলোচনায় ভারতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে গিয়া রেভাঃ লালাবিহারী দে কর্তৃক সংগৃহীত বাংলা রূপকথাগুলি ভিত্তি করা হইত। ক্রমে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সিভিলিয়ান কর্মচারী ও খৃষ্টান ধর্ম-প্রচারক কর্তৃক বিভিন্ন সংগ্রহ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও রেভাঃ লালবিহারী দের সংগ্রহকে কেহ কোন দিক দিয়াই অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। ইহার দুইটি কারণ ছিল, একটি রেভাঃ লালবিহারী দে'র অননুকরণীয় রচনা-রীতি, দ্বিতীয় বাংলার রূপকথার বৈশিষ্ট্য, এই দুইটি গুণেই রেভাঃ লালবিহারী দে'র সংগ্রহ ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমে যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজেও প্রচার লাভ করিয়াছিল, তেমনই শিক্ষিত বাঙালীর সমাজেও সেদিন প্রচারিত হইয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই প্রধানতঃ বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এমনকি, যে সকল বাংলা প্রবাদের সংগ্রহও সে দিন প্রকাশিত হইত, তাহাও ইংরেজি ভূমিকা, টীকা ও অনেক সময় ইংরেজি অনুবাদ সহ-ই প্রকাশিত হইত, একথা বলাই বাহুল্য লিখিত সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ ভাষান্তরিত হওয়া যেমন সম্ভব, মৌখিক সাহিত্য

কিংবা লোকসাহিত্যের রূপ তত সহজে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং এ পর্যন্ত বাংলা লোকসাহিত্যের যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা কোন দিক দিয়াই যে সুসম্পূর্ণ ছিল তাহা বলিবার উপায় নাই। বিদেশী ভাষার অনুবাদের ফলে ইহাদের অনেকখানি রসই প্রকাশিত হইতে পারিত না। বাঙালীর গৃহ, বাঙালীর জীবন, বাঙালীর ভাষা আশ্রয় করিয়া যাহা সহজেই বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাকে একটি বিদেশী ভাষার ভিতর দিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া ভদ্র সমাজে পরিবেশন করিতে গেলে তাহার যে মৌলিক পরিচয় রক্ষা পাইবে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

১৩০১ সাল অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৯৫ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই বৎসরই পরিষদের মুখপত্র 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' রবীন্দ্রনাথের "ছেলে ভুলানো ছড়া" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহা কেবল মাত্র ছড়ার সংগ্রহ নহে—তাহার রস-বিশ্লেষণ। ইতিপূর্বে বাংলাতেই হউক কিংবা ইংরেজিতেই হউক বাংলা লোক সাহিত্যের যে সকল সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল, সংগ্রহ ব্যতীত তাহাদের আর কোন মূল্য ছিল না। কিন্তু সংগ্রহের প্রকৃত প্রয়োজন কাহার? একদিক দিয়া ভাষাতত্ত্ববিদের, অপর দিক দিয়া নৃতত্ত্ব কিংবা সমাজতত্ত্ববিদের—সাধারণ পাঠকদের তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনে খ্রীষ্টানধর্ম প্রচারকগণ বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ভাষা বিষয়ক অনুসন্ধান করিতে গিয়া স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইংরেজী পাঠককে বাংলা রূপকথা শুনাইবার আগ্রহে রেভাঃ লালবিহারী দে Folk-tales of Bengal রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙালী বিদগ্ধ সমাজকে এই বিষয়ে কৌতূহলী করিয়া তুলিবার জন্য এই পর্যন্ত কোন প্রয়াস দেখা যায় নাই, এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ সেদিন বাঙালী রসিক সমাজের সম্মুখে এই জাতির রসভাণ্ডারের এক নূতন সিংহদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছিল। ইহার মধ্য দিয়া দেশ দেশান্তরের যাহারা লোক সাহিত্যের গবেষক তাঁহাদের মুখ্যতঃ কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইল না, এ কথা সত্য; কিন্তু ইহা দ্বারাই বাংলার সুধী সমাজে লোক-সাহিত্য অনুশীলনের যে প্রেরণা দেখা দিল, তাহাতে ভবিষ্যতে এই বিষয়ক আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিল, রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার দশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইল। সেদিন যদি বাঙালী বিদগ্ধ

সমাজের মধ্যে এই প্রেরণা দেখা না দিত, তবে আজ এই বিপর্যস্ত বাঙালী সমাজ-জীবনের মধ্যে লোক-সাহিত্যের কোন উপকরণই আর অবশিষ্ট থাকিত না।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ প্রকাশের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ কয়েকজন বিশিষ্ট লোক-সাহিত্য সংগ্রাহক বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করিয়া পরবর্তী কয়েক সংখ্যা ধরিয়া 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় যে ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের সংগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ ও বসন্ত-রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহই ইহাদের মধ্যে বৃহত্তম সংগ্রহ ছিল এবং তাঁহার সংগ্রহের কতকগুলি বিশেষ মূল্য ছিল। তাহা প্রথমতঃ এই যে চট্টগ্রাম, বাঙলা ভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যে এদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমার শেষ প্রান্তে অবস্থিত, সুতরাং তাহাই বাংলা প্রবাদের একদিককার সর্বশেষ সীমা, ইহার পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষাভাষী এক জাতির বাস আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার এই সংগ্রহের মধ্য দিয়া বাঙলার প্রবাদগুলি ইহার দূরতম অঞ্চলে গিয়া প্রচার লাভ করিয়া কী রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই স্বতন্ত্র এক জাতির সাহচর্যের ফলে ইহার মধ্যে এই বিষয়ক কি নূতন উপকরণ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধটি আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার ফলে তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের ছড়া ও ধাঁধাই অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় প্রধানতঃ বাঁকুড়া অঞ্চলের ছেলেভুলানো ছড়াই অধিক-পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছেন; বাঁকুড়ার সংলগ্ন মানভূম জিলা বাংলা ভাষার দ্বার স্বরূপ বিবেচিত হইলেও বসন্তরঞ্জন রায়ের বাঁকুড়া জিলার সংগ্রহও কোন কোন বিষয়ে মূল্যবান ছিল।

রবীন্দ্রনাথ কখন, কি ভাবে কোন প্রেরণার বশবর্তী হইয়া তাঁহার ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই সর্ব প্রথম আলোচনা করা যাইতেছে।

দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের যখন মাত্র ২৪ বৎসর বয়স, তখনই তাঁহার 'গল্পগুচ্ছে'র প্রথম গল্প 'ঘাটের কথা' রচিত হয়। তখন বাংলা ১২৯১ সাল এবং ইংরেজি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। রবীন্দ্রকাব্যে তখন 'কড়ি ও কোমল' রচনার যুগ। তাহার পরের বৎসরই রবীন্দ্রনাথ বাংলার একটি সুপরিচিত ছড়াকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার 'বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদেয় এ'ল বান' কবিতাটি রচনা করেন। ইহা তাঁহার 'কড়ি

ও কোমল' কাব্যগ্রন্থেই প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটিই রবীন্দ্রনাথের বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের প্রথম পরিচায়ক। যে ছড়াটি ভিত্তি করিয়া তিনি এই কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কাব্যজীবনে যে কি সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা তাঁহার 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থ এবং 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের মধ্যে ইহার উল্লেখ হইতেও বুঝিতে পারা যায়। মনে হয়, এই সময় হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনে ছড়াগুলি সংগ্রহ করিবার প্রেরণা দেখা যায়। এই সময়ে এই বিষয়ে তাঁহার জীবনে একটি সুযোগও উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১২৯৫ সালে পাবনা জিলার শিলাইদহে আসিয়া বাস করিতে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই তাঁহার শিলাইদহের জীবন আরম্ভ হয়। এই সময়ই 'ভারতী' পত্রিকায় (ভাদ্র, ১২৮৮) তিনি দেশের লৌকিক ছড়াগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য পাঠকদিগের নিকট এক আবেদন প্রচার করিয়াছিলেন (রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম খণ্ড, ১৩৪০, পৃ ২৯২ দ্রষ্টব্য)। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ দেশের একটি ছড়া অবলম্বন করিয়া একটি কবিতা রচনা করিলেও প্রত্যক্ষভাবে ছড়া সংগ্রহের কার্যে অন্যকে পরামর্শ দিতে কিংবা নিজেকে নিয়োগ করিতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে যেমন ছড়াগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে দেখিতে পাই, আবার সেই বৎসর হইতেই তাঁহার শিলাইদহের জীবনের সূচনাও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পূর্ব-বাংলার পল্লীজীবনে আসিয়া নিজের সাধন পীঠ স্থাপন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই পল্লী-সাহিত্যের রস-ভাণ্ডার তাঁহার সম্মুখে অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে; সেই জন্য তিনি ইহাদিগকে রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

একদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে শিলাইদহর জীবনই রবীন্দ্র সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল বলিয়া অনুভূত হইবে —রবীন্দ্র সাহিত্যে তাহাই সমৃদ্ধতম রচনার যুগ। 'সাধনা' পত্রিকা পরিচালনার যুগ বলিয়া ইহা তাঁহার 'সাধনার যুগ' বলিয়াও পরিচিত। কাব্যের ক্ষেত্রে তখন যেমন তাঁহার 'মানসী,' 'সোনার তরী,' 'চিত্রা' রচিত হয়, কথা সাহিত্যে তেমনই তখন তাঁহার অনুপম 'গল্পগুচ্ছ'র কাহিনীগুলি রচিত হয়; নাটকের ক্ষেত্রে তখন তাঁহার নাট্যকাব্য অর্থাৎ 'রাজা ও রানী,' 'বিসর্জন,' 'মালিনী' প্রভৃতি রচনার যুগ।

গদ্যরচনার ক্ষেত্রে তখন তাঁহার 'ছিন্নপত্র' রচিত হয়। তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ হয় নাই, মানুষের জীবন প্রত্যক্ষ জগৎ ও পরিদৃশ্যমান প্রকৃতিই তাঁহার নিকট সত্য ও সুন্দর। জীবন, জগৎ ও প্রকৃতির প্রতি এই বিশ্বাস লইয়াই রবীন্দ্র সাহিত্যের সমৃদ্ধতম রচনা সেদিন প্রকাশিত হইয়াছিল। এ'কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ ও তাহার আলোচনা তাঁহার সেই যুগেরই অন্তর্ভুক্ত। সেই যুগে তিনি বাংলার মানুষ, জগৎ ও প্রকৃতির নিতান্ত নিকটবর্তী হইবার যে সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহার প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই সেদিন মানুষ ও তাহার জীবন সম্পর্কে নিতান্ত আপাত তুচ্ছ কথাও তিনি অপরিসীম মূল্যবান বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। সুতরাং সেদিনকার তাঁহার লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ ও তাহার আলোচনার ভিতর দিয়া তাঁহার যে দৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের সে'যুগের সামগ্রিক রস-সাধনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া' কিংবা 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রভৃতি রচনার ভিতর দিয়া যে সকল কথা শুনিতে পাই, তাহা তাঁহার সে যুগের কাব্যের মধ্য দিয়াও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। সেই জন্য তিনি তাঁহার 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের মধ্য দিয়া যেমন বলিয়াছিলেন, "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান" এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনও আমি ভুলিতে পারি নাই, তেমনই তিনি তাঁহার সে' যুগে রচিত কবিতার ভিতর দিয়াও এই কথাই বারবার অনুভব করিয়াছিলেন।

উপরের আলোচনা হইতে দুইটি বিষয় স্পষ্ট হইল, তাহা এই যে রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংগ্রহ ও বিচার তাঁহার প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তির অন্তর্ভুক্ত, ইহা তাঁহার প্রতিভার ক্ষীয়মাণ যুগের কোনও অর্থহীন কল্পনা-বিলাস মাত্র নহে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব-বাংলার পল্লীজীবনের মধ্যে আসিয়াই তিনি সেদিন জীবন ও প্রকৃতির নিতান্ত নিকটবর্তী হইয়া ইহাদের শক্তি ও প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। সেইজন্য সেইযুগে ইহারা যেমন সংগৃহীতও হইয়াছে, তেমনই সেই যুগেই ইহা তাঁহার রস বিচারের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। একদিক দিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষত্ব ও অপরদিক দিয়া বাংলা লোক-সাহিত্যের শক্তি অনুভব করিবার জন্য এই বিষয়টি বুঝিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

শিলাইদহে যাইবার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই রবীন্দ্রনাথ লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিবার প্রেরণা অনুভব করিলেও শিলাইদহে আসিয়াই যে তিনি

ইহার একটি পরম সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শিলাইদহের পল্লীজীবনেই যে লোক-সাহিত্যের আলোচনা ও তাহার রস গ্রহণের সম্পূর্ণ অবকাশ রহিয়াছে বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'ছিন্নপত্রের' একটি পত্রের মধ্য দিয়াও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য। তিনি শিলাইদহে ১২৯৮ সালে লিখিত 'ছিন্নপত্রে'র এক পত্রে লিখিতেছেন—

> এখানে এসে আমি এত এলিমেন্টস্ অব পলিটিক্স্ এবং প্রব্লেম্স্ অব দি ফ্যুচার পড়ছি শুনে বোধ হয় খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে। আসল কথা, ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খুঁজে পাইনে। যেটা খুলে দেখি, সেই ইংরেজি নাম, ইংরেজি সমাজ, লণ্ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িং রুম এবং যত রকম হিজিবিজি হাঙ্গামা। বেশ শাদা সিদে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ এবং অশ্রুবিন্দুর মতো উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ কিছুই খুঁজে পাইনে। কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস—কেবল মানব-চরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে মুচকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিওরি এবং নীতি-জ্ঞান বের করবার চেষ্টা। সে গুলো পড়তে গেলে আমার এখানকার এই গ্রীষ্মশীর্ণ ছোট নদীর শান্ত স্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসার, দুই কূলের অবিরল শান্তি এবং চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ঘুলিয়ে দেবে। এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাইনে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোট ছোট পদ ছাড়া। বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘরো-স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম তা হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত। বেশ ছোটো নদীর কলরবের মতো, ঘাটের মেয়েদের উচ্চহাসি, মিষ্টি কণ্ঠস্বর এবং ছোটোখাটো কথাবার্তার মতো, বেশ নারকেল পাতার ঝুরঝুর কাঁপুনি, আমবাগানের ঘনচ্ছায়া এবং প্রস্ফুটিত সর্ষে ক্ষেতের গন্ধের মতো,—বেশী সাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময় অনেকখানি আকাশ আলো নিস্তব্ধতা এবং করুণতায় পরিপূর্ণ। মারামারি হানাহানি যোঝাযুঝি কান্নাকাটি সে সমস্ত এই ছায়াময় নদীস্নেহবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলা দেশের নয়।

এই প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সোনার তরী' রচনার যুগে বাংলার লোক সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়া ক্রমান্বয়ে তাঁহার চারিটি উল্লেখযোগ্য কবিতা রচনা করেন, যথা ১২৯৮ সালের ফাল্গুন মাসে 'বিম্ববতী', ১২৯৮ সালের চৈত্র মাসে 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', ১২৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'নিদ্রিতা' ও 'সুপ্তোত্থিতা'। 'সোনার তরী'র অন্তর্ভুক্ত এই চারিটি কবিতাই রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ বাসকালীনই রচনা।

১২৮৮ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক দেশের লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য আবেদন প্রকাশিত হইবার সময় হইতেই তিনি

নিজেও ইহাদের সংগ্রহের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিছু সংগ্রহ প্রকাশিত হইবার পর ১৩০১ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তিনি মোট ৮১টি ছড়া প্রকাশিত করেন। বাংলায় স্বতন্ত্র ছড়ার সংগ্রহ ইহাই প্রথম। ইতিপূর্বে পাশ্চাত্য সংগ্রাহক কর্তৃক যে প্রবাদ ও বিশিষ্টার্থক বাক্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু ছড়া স্থান পাইলেও স্বাধীনভাবে বাংলা ছড়ার সংগ্রহ ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহগুলি তিনি কোথা হইতে কি ভাবে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এখন বিচার করিয়া দেখিতে হয়। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' প্রকাশিত তাঁহার সংগ্রহগুলির ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, 'ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, এই জন্য ইহার বাঙ্গালায় অনেক উপভাষা লক্ষিত হইবে।' কিন্তু তাঁহার ছড়াগুলি অনুসরণ করিলে ইহাদের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের 'অনেক উপভাষা'র সঙ্গে যে সাক্ষাৎকার ঘটে এমন কথা বলিতে পারা যায় না। বাংলার প্রান্তবর্তী কোন অঞ্চল যেমন একদিকে মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-বীরভূম এবং অন্যদিকে চট্টগ্রাম নোয়াখালি-শ্রীহট্ট-ময়মনসিংহ ইহাদের উপভাষা তাঁহার সংগৃহীত কোন ছড়ার মধ্যেই নাই। একদিকে কলিকাতা অঞ্চল এবং অপর দিকে পাবনা-রাজশাহী অঞ্চলের উপ-ভাষাই তাঁহার ছড়াগুলির মধ্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার অর্থনৈতিক ও পারিবারিক আত্মীয়তার সূত্রে পূর্ব বাংলার সঙ্গে জড়িত ছিল। সেইজন্য তাঁহার কলিকাতা অঞ্চলের সংগ্রহ প্রধানতঃ পূর্ব-বাংলার ভাব, ভাষা ও আদর্শ দ্বারা নানা ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। বিশেষতঃ লোক-সাহিত্যের দিক দিয়া পূর্ব-বাংলা অধিকতর রক্ষণশীল, অর্থাৎ বাংলার ছড়ার প্রাচীনতর রূপের সন্ধান পূর্ববঙ্গেই পাওয়া যায়। পশ্চিম বাংলার অবারিত সীমান্ত পথ দিয়া কত জাতি ও উপজাতির যাতায়াত হইয়াছে, তাহার অন্ত নাই, সেইজন্য ইহার সাংস্কৃতিক রূপের বহিরঙ্গে সর্বদাই পরিবর্তন হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব-বাংলার প্রান্তিক অঞ্চল সমূহে জাতীয় সংস্কৃতির এক একটি বিশিষ্ট রূপ দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সেইজন্য পূর্ব-বঙ্গের লোক-সাহিত্যের রস যেমন নিবিড় হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছে, পশ্চিম বঙ্গ অঞ্চলে তাহা তেমন পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের কলিকাতা অঞ্চল হইতে সংগৃহীত একটি ছড়ার সঙ্গে পূর্ববাংলা হইতে সংগৃহীত কয়েকটি ছড়ার তুলনা করিলেই এ'কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

একটি সুপরিচিত ছড়ার রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত পাঠের একটি পদ এই—

এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন আরেক কন্যে খান।

পূর্ব-বাংলার ত্রিপুরা জেলা হইতে সংগৃহীত ইহার পাঠটি এই প্রকার—

এক ছিয়ালী রান্ধে বাড়ে আর ছিয়ালী খায়।

শিয়াল বাংলার লোক-সাহিত্যে সুপরিচিত একটি চরিত্র, ইহা পশু হইলেও বাংলার উপকথায় বুদ্ধিমান ও ধূর্ত মানুষের অংশই অভিনয় করিয়াছে, শৃগালের ঘর-কন্না ও দাম্পত্য জীবনের কথা নানা ভাবে বাংলার লোক-সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সূত্রে ত্রিপুরা জিলা হইতে সংগৃহীত পাঠটি-ই যে এই ছড়ার একটি প্রাচীন পাঠ তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাহাই নব প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার নাগরিক জীবনে আসিয়া পশ্চিম বঙ্গের 'কন্যা'য় রূপান্তরিত হইয়াছে। নহিলে এ'কথা সকলেই জানেন, পল্লীর লোক-সাহিত্যে মানুষ ও পশু একাকার হইয়া বাস করে, পশুকে সেখানে মানুষে রূপান্তরিত করিবার কিছু আবশ্যক হয় না। কেবলমাত্র নাগরিক জীবনের প্রয়োজনেই এখানে 'শিয়ালী' (ছিয়ালী) কন্যায় পরিবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কলিকাতা অঞ্চলের ছড়ার সংগ্রহও প্রধানতঃ পূর্ব বাংলার পল্লী অঞ্চলের ছড়ার যে আধুনিকতর নাগরিক রূপ তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

তথাপি রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে যে সকল ছড়া উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ এই প্রকার কলিকাতার সমাজ হইতে গৃহীত হইলেও স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার যে ছড়া সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব-বাংলার ছড়া একটি প্রধান অংশ অধিকার করিয়াছে। কতকগুলি ছড়া যে ঢাকা জিলার বিক্রমপুর হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেই পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের 'গ্রাম্য-সাহিত্য' প্রবন্ধটি রচিত হয়। ইহাতে প্রথমেই যে তিনি তাঁহার সংগৃহীত গানটি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহা রাজশাহী জিলার কৃষকের নিকট হইতেই যে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন—

যুমতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী।
পাবনা থ্যাহে আন্যে দেব ট্যাকা দামের মোটরি।

এই সঙ্গীতটি তাঁহাকে যে কি ভাবে পল্লী-সাহিত্যের রস-লোকের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার উক্ত প্রবন্ধে প্রকাশ পাইয়াছে। ইতিপূর্বে তিনি ছড়া লইয়া সংগ্রহ ও আলোচনা করিয়াছিলেন, ইহার মধ্য দিয়া তিনি পল্লী-সাহিত্যের সঙ্গীতের শক্তি অনুভব করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে সেদিন যদি পূর্ব-বাংলার এই পল্লীর মধ্যে আসিয়া বাস করিবার সুযোগ না পাইতেন তবে বাঙ্গালীর এই রসতীর্থ তাঁহার নিকট অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যাইত।